## লকডাউন উপেক্ষা করে হাট, উচ্ছেদ করল পুলিশ

**চাকুলিয়া, ২৪ মার্চ :** মঙ্গলবার চাকুলিয়ার জনতা হাট ও গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়ায় লকডাউন অমান্য করে হাট বসালে উচ্ছেদ করতে ব্যবসায়ীদের পেটাল পুলিশ। তবে পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। মঙ্গলবার চাকুলিয়ার জনতা হাট ও গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়ায় হাট ছিল। সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বসাতে শুরু করে। সাধারণ মানুষও কেনাকাটা করতে যান। অন্যদিনের মতো এদিন

### চাকুলিয়া, পাঞ্জিপাড়া

দুই ব্লকের হাটে কেনাবেচা শুরু হলে পুলিশ অভিযান শুরু করে। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পুলিশ জানিয়েছে, লকডাউনের আওতার বাইরে থাকা ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। পরে তাঁদের জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসায়ীরা পালিয়ে যান। এরপর কেউ লকডাউন অমান্য করলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঞ্জিপাড়া বিহার লাগোয়া একটি এলাকা। বিশেষ করে গোরু কেনাবেচার পীঠস্থান এখন পাঞ্জিপাড়া। এখান থেকে প্রচুর গোরু বাইরে পাচার করা হয়। তবে পুলিশ-প্রশাসনের নজরদারিতে গোরুর ব্যবসায় ভাটা পড়েছে। এই হাটে বেশিরভাগ লোকজন বিহার থেকে আসেন। এখানে নেপাল, ভুটান ও চিনের পোশাক থেকে রকমারি জিনিসপত্র বিক্রির বাজার রয়েছে। তাছাড়া হলুদি কেনাবেচার বাজার রয়েছে পাঞ্জিপাড়ায়। এদিন এসব ব্যবসায়ীরা লকডাউন অমান্য করে ব্যবসা করলে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান শুরু করে। পুলিশের দাবি, বিহারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের কোনও ধারণা ছিল না। প্রশাসনের তরফে নাকি মাইকে প্রচার করা হয়নি। গোরুর ব্যাপারীদের মধ্যে অনেকেরই স্মার্ট ফোন নেই, টিভি নেই বলে এব্যাপারে কিছু জানেন না। অপরদিকে, চাকুলিয়ার জনতা হাট, গোয়ালপোখর ব্লকের গোয়াগাঁও-১ ও ২ নম্বর অঞ্চলের এবং চাকুলিয়ার পাঁচটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ কেনাবেচা করতে এই হাটের উপর নির্ভরশীল। চাকুলিয়া পুলিশের দাবি, করোনা নিয়ে যখন গোটা দেশ আতঙ্কে রয়েছে তখন এলাকার মানুষ বিষয়টিকে এখনও হালকা চোখে দেখছেন। বারবার মাইকে প্রচার করা সত্ত্বেও প্রশাসনের বিধিনিষেধকে অমান্য করে হাট বসিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। ইসলামপুরের জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল বলেন, পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

## বিএড কলেজে হবে কোয়ারান্টিন সেন্টার

**ময়নাগুড়ি, ২৪ মার্চ :** ময়নাগুড়ি মনোরঞ্জন সাহা মেমোরিয়াল বিএড কলেজে ২৬ মার্চ থেকে কোয়ারান্টিন সেন্টার চালু করা হচ্ছে। ময়নাগুড়ি থেকে মালবাজার যাওয়ার পথে কাটাপাকড়ি মোড়ে এই কলেজটি রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এখানে ৩০টি শয্যা থাকবে। ১৫টি শয্যা পুরুষদের জন্য এবং ১৫টি মহিলাদের জন্য। কোয়ারান্টিন সেন্টার চালুর জন্য জায়গা মিলছে না- উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর মাধ্যমে এখবর জেনে মঙ্গলবার কলেজের কর্ণধার মনোজ সাহা এই কলেজে কোয়ারান্টিন সেন্টার চালুর অনুমতি দেন। খবর পেয়ে এদিনই জলপাইগুড়ি জেলার উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিকরা কলেজটি পরিদর্শন করেন। কলেজকে প্রাথমিকভাবে সাজিয়ে নেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসক রঞ্জন দাস, জলপাইগুড়ির ডিএসপি (ক্রাইম) বিক্রমজিৎ লামা, ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ লাকি দেওয়ান, বিডিও ফিন্টসো শেরপা ও ময়নাগুড়ি থানার আইসি অসীম গোপ এই কলেজ পরিদর্শন করেন। ময়নাগুড়ির বিডিও ফিন্টসো শেরপা বলেন, 'আমরা বিএড কলেজ পরিদর্শন করেছি। ওখানেই বৃহস্পতিবার থেকে কোয়ারান্টিন সেন্টার খোলার প্রক্রিয়া চালু করা হবে।'

সংশ্লিষ্ট বিএড কলেজের প্রধান মনোজ সাহা বলেন, 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ পড়লাম, কোয়ারান্টিন সেন্টার খোলার জন্য প্রশাসন জায়গা পাচ্ছে না। তারপর নিজেই উদ্যোগী হয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। আমার নিজস্ব একটি অ্যাম্বুল্যান্স আছে। সেটাও আমি এই কাজে ব্যবহারের জন্য দেব। রোগীদের প্রতিদিন খাওয়ার ব্যবস্থাও করব।'

ময়নাগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'ময়নাগুড়িতে গত কয়েকদিনে বহু মানুষ বাইরে থেকে এসেছেন এবং আসছেন। তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটা উদ্বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। সেই কারণে কোয়ারান্টিন সেন্টার চালু করা জরুরি।' ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ লাকি দেওয়ান বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকে ওখানেই কোয়ারান্টিন সেন্টার চালু করা হবে। মনোজবাবুকে ধন্যবাদ জানাই।'

# লকডাউনে জলপাইগুড়ি শুনসান চলল পুলিশের টহলদারি

**জলপাইগুড়ি, ২৪ মার্চ :** করোনা ভাইরাস নিয়ে লকডাউন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে ভালো প্রভাব পড়ল জেলাজুড়ে। তিন পুর এলাকা এবং কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লকডাউন কর্মসূচি থাকলেও এর প্রভাব পড়ে প্রায় জেলাজুড়েই। এদিন জলপাইগুড়ি শহরে লকডাউন কর্মসূচিতে দফায় দফায় পুলিশের টহলদারি দেখা গিয়েছে। বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে টহল দিতে দেখা যায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে। আবার কখনও থানার পুলিশ ভ্যান বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে জমায়েত হওয়া মানুষজনকে হটিয়ে দেয়। লকডাউন কর্মসূচির আওতার বাইরে ছিল পেট্রোল পাম্প, মুদিদোকান এবং ওষুধের দোকান সহ বেশ কিছু অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দোকান। সেগুলিতে যথেষ্ট ভিড় ছিল। তবে যে সমস্ত দোকান খোলা ছিল, তারাও নিজেদের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব সামগ্রী দিয়ে সাধারণ মানুষকে বাড়ি চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। লকডাউনের পরও ময়নাগুড়ির বিভিন্ন রাস্তায় বিনা প্রয়োজনে মানুষের ভিড় এড়াতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। এদিন বিশাল পুলিশবাহিনী ময়নাগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় টহলদারি চালায়।

এদিন প্রশাসনের নির্দেশমতো মাল শহরে লকডাউন থাকল। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বাসিন্দাকে শহরের রাস্তায় অহেতুক ঘুরতে দেখা গিয়েছে। মালের মহকুমাশাসক শান্তনু বালা, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা, মালের এসডিপিও দেবাশিস চক্রবর্তী, মাল থানার ওসি শুভাশিস চক্রবর্তী এলাকা ঘুরে দেখেন। জনসচেতনতায় এদিন বেলাকোবা বাজারে পুলিশ নামানো হয়। লকডাউনকে উপেক্ষা করে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো মানুষদের ঘরে ঢোকাতে রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবাতে বিশাল পুলিশবাহিনী টহল দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান ছাড়া বাকি দোকান বন্ধ ও জমায়েত না করার জন্য মেটেলি ব্লকে অভিযান চালাল পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেটেলি থানার পুলিশ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় টহল দেয়। দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেখানেই জমায়েত ছিল, সেখানে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে দেখা যায়। এদিন চালসার দৈনিক বাজারের সাপ্তাহিক হাট ছিল। হাটে যাতে অযথা লোকজনের ভিড় না হয়, তার জন্য মেটেলি থানার পুলিশের তরফে দফায় দফায় অভিযান চালানো হয়। সকাল থেকে মোটের ওপর ধূপগুড়ি বন্ধ ছিল। সুপার মার্কেটে পাইকারি সবজি মান্ডিতে লোক যাতায়াত ছিল, তবে বেলা বাড়তেই তাও কমে যায়। বিক্ষিপ্ত মানুষজন চলাফেরা করেছে। পুরকর্তা এবং পুলিশ কর্তারা পথে ছিলেন। দু'এক জায়গায় কড়া পদক্ষেপও নেওয়া হয়। তবে বেলা যত গড়িয়েছে, রাস্তাঘাট ততই শুনসান হয়েছে। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার বিকেল থেকে আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত স্থানীয় এলাকায় লকডাউনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর এদিনও সকাল হতেই বহু মানুষকে বাড়ির বাইরে বের হতে দেখা গিয়েছে। অনেককে আবার জরুরি পরিষেবার আওতায় খুলে রাখা সবজি, মুদিদোকান জোর করে বন্ধ করে দিতে দেখা গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার সকালে সামান্য উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ গিয়ে অবস্থা সামাল দেয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি বৈঠকে বসেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মধুমিতা ঘোষ, পঞ্চায়েত সদস্য সহ ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা। সিদ্ধান্ত হয়েছে, লকডাউন জারি থাকাকালীন প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত শাকসবজি ও মুদিদোকান খোলা থাকবে। অন্যদিকে, এদিনও ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভিনরাজ্য ফেরত ১৯৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকেই ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মরত বহিরাগত স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে ওদলাবাড়িতেই রাত কাটাতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুটো সরকারি বাংলো স্বাস্থ্যকর্মীদের থাকার জন্য ব্যবহার করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। বিকেল পাঁচটা বাঁচতেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো বানারহাটকেও লকডাউন করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেল বানারহাট থানার পুলিশকে। পাঁচটার পরপরই কার্যত বনধের চেহারা নেয় বানারহাট এলাকা।

*লকডাউনের দ্বিতীয় দিন ময়নাগুড়িতে চলল পুলিশের নজরদারি। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস*

## ভিনরাজ্য ফেরতদের নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজগঞ্জ

**রাজগঞ্জ, ২৪ মার্চ :** ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফেরা লোকজন নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজগঞ্জ ব্লকের মানুষ। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যে প্রায় ৩৫০ জনকে হোম কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লকের প্রচুর লোক ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন। কেরল, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাঁরা করোনার জেরে বাড়ি ফিরে আসছেন। তাঁরা যে সবাই করোনায় আক্রান্ত তেমনটা নয়, তবে আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই বাড়ি ফেরাদের নিয়ে ব্লকের বাসিন্দারা আতঙ্কিত। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করা হলেও অনেক পরিবার ভিনরাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের কথা গোপন রাখছে বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগরের এক সমাজসেবী তপন সিংহ বলেন, অম্বিকানগরের এক ব্যক্তি চারদিন আগে ভিনরাজ্য থেকে কাজ করে বাড়ি এসেছেন। ওই ব্যক্তি অসুস্থ। তাঁকে বারবার বলা সত্ত্বেও হাসপাতালে যাচ্ছেন না। এছাড়াও ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভিনরাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরেছেন। বিষয়টি পুলিশ এবং ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তরের হেল্পলাইনে জানানো হলেও কারও তেমন হেলদোল লক্ষ করা যাচ্ছে না। এই ঘটনায় এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সূর্য সেন কলোনি 'এফ' ব্লকে এক ব্যক্তি ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি এসেছেন। তাঁকে বলা সত্ত্বেও হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য যাচ্ছেন না বলে বাসিন্দাদের অভিযোগ। ফলে পাড়ার মানুষ আতঙ্কিত। উত্তরকন্যার নিকট বসুন্ধরা আবাসনের খগেশ্বর পারীদা বলেন, 'আবাসনে অনেকে ভিনরাজ্যে থাকেন। কিছু লোক এই সময় আবাসনে ফিরে এসেছেন। তাঁরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিষয়টি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের হেল্পলাইনে জানানো হয়। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে জোরালো হস্তক্ষেপ না করায় আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দারা চিন্তিত।' চা বাগান ও প্রত্যন্ত গ্রামে এই ঘটনা আরও বেশি। চা বাগান খোলা থাকায় প্রচুর শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করছেন। এতে শ্রমিকরাও আতঙ্কিত।

অন্যদিকে, ফুলবাড়ি সীমান্ত চেকপোস্টে এখনও ভিনদেশের অনেক পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পার্কিংয়ে থাকা ভুটানের এক পণ্যবাহী গাড়ির চালককে অসুস্থ অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। এছাড়া তাইল্যান্ডের দুই নাগরিককে ফুলবাড়ি সীমান্ত থেকে ফেরত পাঠানো হয়। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়। বাসিন্দারা সীমান্ত চেকপোস্ট দিয়ে ভিনদেশের গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করতে সরব হন। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এদিনই গাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। আমবাড়ি এলাকায় ভিনরাজ্য থেকে আসা কয়েকজন প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করেন বলে অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বটতলা মোড়ে সালুনে চুল, দাড়ি কাটাতে গেলে এলাকার মানুষ খেপে ওঠেন। খবর পেয়ে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে সালুন বন্ধ করে দেয়।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভদীপ সরকার বাসিন্দাদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'ভিনরাজ্য থেকে কাজ করে অনেক শ্রমিক বাড়িতে ফিরেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশো জনকে হোম কোয়ারান্টিনে থাকতে বলা হয়েছে। আশাকর্মীদেরও এলাকায় নজর রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়া ব্লকের কন্ট্রোল রুম বা হেল্পলাইনে কেউ জানালে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

ফাঁকা পাহাড়পুর বাজার

*ছবিটি তুলেছেন নবেন্দু বাড়ৈ।*

## ধূপগুড়ি ব্লক প্রশাসন কোয়ারান্টিন সেন্টার গড়ল

**ধূপগুড়ি, ২৪ মার্চ :** করোনা প্রতিরোধে কোয়ারান্টিন সেন্টার গড়ল ধূপগুড়ি ব্লক প্রশাসন। ধূপগুড়ি ঝুমুর সংলগ্ন কৃষক বাজারের প্রশাসনিক ভবনে মঙ্গলবার আলাদা মহিলা ও পুরুষ কোয়ারান্টিন সেন্টার খোলা হয়েছে। এদিন জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক রঞ্জন দাস, বিডিও শঙ্খদীপ দাস, ডেপুটি পুলিশ সুপার (ক্রাইম) বিক্রমজিৎ লামা ওই সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। সেইসঙ্গে সঠিকভাবে সেন্টার চালাতে স্বাস্থ্য, ব্লক প্রশাসন ও পুলিশকর্মীরাও বারবার কৃষক বাজার ঘুরে দেখছেন। ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সেখানে বেড ও পলিথিন সহ অন্য বন্দোবস্ত রাখা হয়েছে। এদিন আধিকারিকদের কোয়ারান্টিন সেন্টার পরিদর্শনের পরই স্থানীয়রা করোনা ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। স্থানীয়দের দাবি, কোয়ারান্টিন সেন্টারে রোগীদের রাখা হলে বাতাসের মাধ্যমে ভাইরাস এলাকায় ছড়াতে পারে। আর সেটা হলে স্থানীয়দের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়বে। যদিও, স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা সেই দাবি মানতে রাজি নন। তাঁরা জানিয়েছেন, বাতাসের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর কোনও প্রমাণ এখনও মেলেনি। ধূপগুড়ির বিএমওএইচ ডাঃ সব্যসাচী মণ্ডল বলেন, 'বাতাসের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়ায় না।'

কৃষক বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা লাবু এরশাদ সহ অন্যদের বক্তব্য, 'হঠাৎ করে কোয়ারান্টিন সেন্টার গড়া হয়েছে। এলাকার মানুষ ভাইরাস ছড়ানোর আশঙ্কা করছেন। অনেকেই বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কিত। সে কারণে ভাইরাস কীভাবে ছড়ায়, তা প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে।' এ বিষয়ে বিএমওএইচ ডাঃ সব্যসাচী মণ্ডল বলেন, 'বাতাসের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়ায় না। সর্দিকাশির দ্বারা শুধু এক মিটারের মধ্যে ভাইরাস ছড়াতে পারে।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানান, কারও জ্বর হলে বাড়িতেও হোম আইসোলেশনে থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করলে ভাইরাস ছড়াবে না। বিএমওএইচ জানান, কেউ যদি করোনা ভাইরাসের উপসর্গ বুঝতে পারেন, তাহলে সেটা স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো উচিত। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তর রোগীকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করবে।

ধূপগুড়ির বিডিও শঙ্খদীপ দাস বলেন, 'কোয়ারান্টিন সেন্টারের আশেপাশে জনবসতি নেই। তাই ওই জায়গাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মানুষ যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করছেন তা আরও ভালোভাবে করলে কোয়ারান্টিন সেন্টারে রোগী রাখতেই হবে না।'

***চাকুলিয়ার খবর :*** করোনার উপসর্গ নিয়ে ভিনরাজ্য থেকে ফেরত আসা আক্রান্ত শ্রমিকদের মঙ্গলবার গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া ব্লকের বিভিন্ন কোয়ারান্টিনে রাখা হয়েছে। পরে চাকুলিয়া ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে চাকুলিয়ার ৬ জন শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ১৪ দিন হোম কোয়ারান্টিনে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। অপরদিকে, এদিন গোয়ালপোখরের ১৪ জন শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর রাখা হয়েছে কোয়ারান্টিনে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, শুধু দেশ নয়, এ রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভিনরাজ্য থেকে ফেরত আসা শ্রমিকদের উপর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'কারও করোনা ভাইরাসের উপসর্গ পাওয়া গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কোয়ারান্টিনে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।'

## করোনা নিয়ে ডালখোলা পুরসভার প্রশাসকের দ্বারস্থ

**ডালখোলা, ২৪ মার্চ :** করোনা নিয়ে বুধবার ডালখোলা পুরসভার প্রশাসকের দ্বারস্থ হল বামেরা। এদিন সিপিএমের পক্ষ থেকে ডালখোলা পুরসভার যুগ্ম প্রশাসক সুভাষ গোস্বামীর দ্বারস্থ হন সিপিএমের ডালখোলা এরিয়া কমিটির সম্পাদক রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, সিআইটিইউ নেতা সুজিত সরকার, প্রাক্তন কাউন্সিলার বিজয় বারুই প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন ডালখোলা থানার ওসি মনোজিৎ দাস, তৃণমূল কংগ্রেসের শহর কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান তনয় দে, সিপিএমের জেলা নেতা সুরজিৎ কর্মকার, সুজিত সরকার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

করোনা প্রতিহত করতে ডালখোলা পুরসভার পক্ষ থেকে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হল। সিপিএম নেতা সুজিত সরকার বলেন, 'করোন নিয়ে ডালখোলা পুরসভার স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হলেও চিকিৎসক আছে কি না, লকডাউন ঘোষণার পরে পুলিশ কী ভূমিকা পালন করছে, মোড়ে মোড়ে জটলা রুখতে পুলিশ কী ব্যবস্থা নিয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী ও পুরকর্মীদের করোনা প্রতিরোধ করার জন্য ড্রেস দেওয়া হয়েছে কি না এই সমস্ত জানতে চেয়েছেন প্রশাসকের কাছে। প্রশাসক জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ, ড্রেস দেওয়ার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান হবে। এছাড়া যাঁরা ভিনরাজ্য থেকে এসেছেন, তাঁদের বাড়ি মেডিকেল টিম পৌঁছে যাবে। প্রয়োজনে তাঁদের পুরসভার কোয়ারান্টিনে রাখা হবে।

## সরকারি নির্দেশ মানতে আবেদন বিধায়কের

**করণদিঘি, ২৪ মার্চ :** করোনা সংক্রমণ রুখতে সতর্ক থাকতে ও সমস্ত নির্দেশ মেনে চলতে করণদিঘি বিধানসভার সমস্ত জনসাধারণকে অনুরোধ জানালেন করণদিঘির বিধায়ক মনোদেব সিনহা। জনসাধারণের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি, রাজ্য সরকার করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য যেসব নির্দেশ দিয়েছে, সবাই দয়া করে সেই সব মেনে চলুন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কথা মেনে চলুন। কেউ বাড়ি থেকে বের হবেন না, প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করুন, স্বাস্থ্যকর্মীদের সাহায্য করুন, প্রশাসনিকভাবে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের সাহায্য করুন। আতঙ্কিত হবেন না এবং গুজবে কান দেবেন না।' বিধায়ক বলেন, 'রাজ্য সরকার সর্বদা আপনাদের পাশে আছে। আপনারা নিজ নিজ বাড়িতে থাকুন এবং বাইরে বের হবেন না।'

## শিশুকে ধর্ষণে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

**মানিকগঞ্জ, ২৪ মার্চ :** শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জলপাইগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার মাঝরাতে চাঞ্চল্য ছড়ায় জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের মালকানিপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম পূর্ণ রায়। শিশুটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শিশুটির বাবা জানিয়েছেন, গত শনিবার বিকেলে তাঁর মেয়ে প্রতিবেশী পূর্ণ রায়ের বাড়ি খেলতে যায়। সে সময় পূর্ণ তাঁর মেয়েকে ঘরে ডেকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পরের দিন রবিবার মেয়েটি তার ঠাকুরমার কাছে ঘটনা বিস্তারিত জানায়। এরপরেই সোমবার প্রতিবেশী ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন শিশুর বাবা। জলপাইগুড়ি মহিলা থানার ওসি উপাসনা গুরুং লেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

## খাদ্যপণ্যের অভাব তৈরি করে বাড়তি দাম নয়

### ব্যবসায়ীদের সতর্ক করল পুলিশ

**ময়নাগুড়ি, ২৪ মার্চ :** মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি বাজারে খাদ্যপণ্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি না করতে ও ক্রেতাদের কাছ থেকে বাড়তি দাম না নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের সতর্ক করল পুলিশ। রাইস মিল মালিকদেরও এই বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ক্রেতাদের বোঝানো হয়েছে, অতিরিক্ত পণ্য বাড়িতে মজুত যেন কেউ না করেন। রাইস মিল মালিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও পুলিশ জানিয়ে দেয়, বাজারে চাল সরবরাহ সচল রাখা হবে।

ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বজরংলাল হিরাউত বলেন, 'যেভাবে গত কয়েকদিন ধরে খাদ্যপণ্য বিক্রি হয়েছে, তাতে বাজারে ব্যবসায়ীদের ভাঁড়ারে টান পড়েছে। নিজেরা না গেলে শিলিগুড়ি থেকে মহাজনরা সামগ্রী পাঠাচ্ছেন না। ব্যবসায়ীরা নিজেরা গাড়ি নিয়ে যে যাবেন, সেই গাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রশাসনের সহায়তা চাওয়া হয়েছে।' ময়নাগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'যেভাবেই হোক বাজারে যাতে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ সচল থাকে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সকলকে বলে দেওয়া হয়েছে, বাড়িতে অতিরিক্ত খাদ্যপণ্য মজুত করার প্রয়োজন নেই।' ময়নাগুড়ি থানার আইসি অসীম গোপ বলেন, 'কিছু ব্যবসায়ী কিছু পণ্য অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করছেন। তার জন্য সকল ব্যবসায়ীর বদনাম হচ্ছে। তাই এই অব্যবস্থা যাতে না হয়, তার জন্য ব্যবসায়ীরাই এই বিষয়টি মনিটরিং করবেন।'

এদিকে, এদিন ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বুধবার সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত খাদ্যপণ্যের দোকানপাট খোলা থাকবে। কেননা, দোকানের কর্মচারীরাও বেশি সময় বাজারে থাকতে চাইছেন না।

ময়নাগুড়ির বিডিও ফিন্টসো শেরপা বলেন, 'প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে প্রচার করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যেই এই বিষয়গুলো দেখার জন্য আলাদা একটি কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে। তাঁরাই এইসব বিষয়ে দেখাশোনা করবেন। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।' ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সহকারী সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'আমরা প্রশাসনের নির্দেশ সর্বদাই মেনে চলব।'

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ঝুলন সান্যাল বলেন, 'সকলের সঙ্গেই কথাবার্তা হয়েছে। পণ্যের কৃত্রিম অভাব যাতে বাজারে সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিদের বলে দেওয়া হয়।' ময়নাগুড়ি বার্ণিশ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'বাজারে যাতে কোনও সমস্যার সৃষ্টি না হয় পণ্য কেনাবেচা নিয়ে, সেই বিষয়ে মূল দায়িত্ব ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ব্যবসায়ীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

## সচেতনতা প্রচার ও মাস্ক বিলি

**গয়েরকাটা, ২৪ মার্চ :** করোনা নিয়ে বাসিন্দাদের সচেতন করতে ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যাতে বেশি না নেওয়া হয়, সেই বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে উদ্যোগ নিল সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ও তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সকালে তৃণমূলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের সাঁকোয়াঝোরা-১ অঞ্চল সভাপতি রঞ্জিত লাকড়ার নেতৃত্বে গয়েরকাটা চা বাগানের শ্রমিকদের করোনা নিয়ে সচেতন করা হয়। এর পাশাপাশি তাঁদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম যাতে বেশি না নেওয়া হয়, সে বিষয়ে গয়েরকাটা হাটে ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হয়। রঞ্জিতবাবু বলেন, 'প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই কাজ করছেন চা শ্রমিকরা। বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে অবিলম্বে বিষয়টি দেখা উচিত। শ্রমিকরা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কাজ করেন, সেই বিষয়ে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়।' সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিনোদ ওরাওঁ ও অন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা এদিন বাসিন্দাদের মধ্যে মাস্ক বিলি করেন। এর পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এদিন মাইকিং করে এলাকাবাসীকে সচেতন থাকা এবং অযথা বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়। সাঁকোয়াঝোরা-১ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সমীর পালের নেতৃত্বেও এদিন মাস্ক বিলি করা হয়। সমীরবাবু বলেন, 'সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতন থাকার প্রবণতা তৈরি করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়।' বানারহাট থানার তরফেও এদিন গয়েরকাটায় বাসিন্দাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া ও জমায়েত এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

## সোনার দোকানে চুরি

**ময়নাগুড়ি, ২৪ মার্চ :** করোনা আতঙ্কের মধ্যেই মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়ি বাজারে দুই সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। এদিন সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই লকডাউনের মধ্যেই স্থানীয় লোকজন দোকানের সামনে ব্যাপক ভিড় করেন। যা সামাল দিতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হয়। এদিন সকালে পানবাড়ি বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকরা বাজারে গিয়ে দেখতে পান দোকানের শাটার ভাঙা। চুরির খবর চাউর হতেই কাতারে কাতারে মানুষ নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে জমায়েত হন পানবাড়ি বাজারে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। সোনার দোকানের দুই মালিক শ্রীবাস মৃধা ও মদন চক্রবর্তী জানান, সোমবার রাতে দোকান বন্ধ করে তাঁরা বাড়ি চলে যান। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে ওই দুটি দোকানের শাটার ভাঙা রয়েছে। স্থানীয়রাই তাঁদের খবর দেন। মদন চক্রবর্তী জানান, শাটার ভেঙে ভেতরে সিসি ক্যামেরা, নগদ টাকা, সোনা ও রুপোর কিছু গয়না চুরি গিয়েছে। লকারও ভাঙা হয়েছে। সেই লকারেই দামি ও গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী ছিল। তিনি বলেন, 'নিরাপত্তার জন্য দোকানে সিসি ক্যামেরা লাগিয়েছিলাম। সেটিও খোয়া গিয়েছে।' অন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী শ্রীবাস মৃধা জানান, তাঁর দোকানেও চুরি গিয়েছে নগদ টাকা সহ বেশ কিছু সোনা ও রুপোর গয়না। উভয় ক্ষতিগ্রস্ত সোনা ব্যবসায়ীর দাবি, বাজারে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। কোনও নির্দিষ্ট পাহারাদার নেই। দ্রুত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিও জানান তাঁরা। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বিজয় দেবনাথ বলেন, 'এই চুরির ঘটনায় অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।' পানবাড়ি হাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক আনন্দ মণ্ডল বলেন, 'নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন করা হবে। পাহারাদার নিয়োগের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে।' অন্যদিকে চুরির কিনারা করতে পাশের এক দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। এছাড়াও এদিন পানবাড়ি বাজারে যেভাবে ভিড় জমেছিল তা চিন্তার। ময়নাগুড়ির বিডিও ফিন্টোশ শেরপা জানান, আমরা মানুষজনকে সতর্ক করেছি। একসঙ্গে এভাবে ভিড় না করার অনুরোধ করা হয়েছে। কেউ নিয়ম ভাঙলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

*এই লকার ভেঙে চুরি হয়েছে। -সংবাদচিত্র*

**ট্রেন ও বিমান বন্ধ**

## নাইসেডে নমুনা পাঠানো যায়নি

**শিলিগুড়ি, ২৪ মার্চ :** করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ অন্য হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের থুতুর নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো নিয়ে কোনও সমাধানসূত্র মঙ্গলবার বের হল না। ফলে এদিন নতুন করে দুজন রোগী মেডিকেলের আইসোলেশনে ভর্তি হলেও পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করাই হয়নি।

মেডিকেল সুপার ডাঃ কৌশিক সমাজদার বলেন, 'পরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় আমরা এদিন কোনও রোগীর থুতুর নমুনা পরীক্ষার জন্য কলকাতার নাইসেডে পাঠাতে পারিনি। আশা করছি, দু'তিনদিনের মধ্যে মেডিকেলে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা যাবে। আমরা চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জানুয়ারি মাস থেকেই করোনার উপসর্গ নিয়ে একজন, দুজন করে রোগী ভর্তি হচ্ছেন। তাঁদের থুতুর নমুনা পরীক্ষার জন্য নাইসেডে পাঠানো হয়েছে। সোমবারও এখানকার আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি দুই রোগীর থুতুর নমুনা নাইসেডে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু ট্রেনের পাশাপাশি যাত্রীবাহী বিমান চলাচলও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এরপর আর নমুনা নাইসেডে পাঠানো যায়নি। সোমবার রাত থেকে নতুন করে আরও দুজন রোগী ভর্তি হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে সুপার বলেন, 'একজন বিদেশিনী মহিলা ও এক বিমানকর্মী কয়েকদিন ধরে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁদের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় দুজনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' এদিনও মেডিকেলের করোনার উপসর্গ নিয়ে দেড়শোর বেশি রোগী এসেছিলেন। বেশিরভাগ রোগীকেই হোম কোয়ারান্টিনের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এদিকে, মেডিকেলের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে ভাইরাল রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি (ভিআরডিএল) চালু করে সেখানে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার তৎপরতা শুরু হয়েছে। দীর্ঘদিন আগেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক থেকে আর্থিক বরাদ্দ এলেও নানা কারণে এতদিন এই ল্যাবরেটরি চালু করা যায়নি। মঙ্গলবার এই ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষামূলকভাবে একজন রোগীর নমুনা পরীক্ষা করার পরে সেই রিপোর্ট পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে পাঠানো হয়েছে। সরকারি নিয়ম মেনে এই সংস্থা চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিলে তবেই এই ভিআরডিএল চালু করা সম্ভব হবে। দ্রুত ছাড়পত্র পাওয়ার আশায় রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।